Made for minds.

# আচরণবিধি

আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের কার্যকলাপ।

# আমাদের মূল্যবোধ

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

ডয়চে ভেলে (ডিডাব্লিউ), আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে, স্বাধীন কণ্ঠস্বর হিসেবে অর্জন করেছে আরো বিশ্বাসযোগ্যতা, আরো বেশি সম্মান। আমরা মানুষকে জানাতে চাই- বিশেষ করে যেখানে তারা সেন্সরশিপ আর অপপ্রচারের শিকার হচ্ছেন এবং যেখানে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার ঘাটতি রয়েছে। সেসব জায়গায় আমরা বিতর্কিত অবস্থানগুলোও উপস্থাপন করি।

**আমরা বিশ্বজুড়ে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা তুলে ধরি।**

ডয়চে ভেলেতে আমরা সবাই অভিন্ন উদ্দেশ্য ধারণ করি। সেগুলো হচ্ছে: স্বাধীনতার ধারণা, মানবাধিকার ও উচ্চ নৈতিকতা ধারণ, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন, উদার মনোভাব, জনসাধারণের প্রতি সহনশীলতা আর স্বচ্ছতা বজায় রাখা। এ কারণে লিঙ্গগত, বর্ণবাদী, ইহুদিবিদ্বেষসহ সব ধরনের বৈষম্যকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি। হলোকাস্টে জার্মানির ঐতিহাসিক দায়ও একটি কারণ যেজন্য আমরা ইসরায়েলের অস্তিত্বের অধিকারকে সমর্থন করি।

আমরা এই মূল্যবোধগুলোর প্রতি দায়বদ্ধ। আমাদের সাংবাদিকতার বিষয়বস্তুতেই শুধু নয়, ডিডাব্লিউ অ্যাকাডেমির উন্নয়ন প্রকল্প ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি, এমনকি ১৬০টির বেশি দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতিদিনের যোগাযোগেও এই বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়।

পাবলিক ম্যান্ডেট বা সংসদ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বৈশ্বিকভাবে পরিচালিত গণমাধ্যম হিসেবে ব্যবহারকারী, প্রকল্প, বিপণন ও ব্যবসায়িক অংশীদার, সমাজ ও পরিবেশের প্রতি আমাদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দিক থেকে আমরা এই দায়িত্বগুলো কীভাবে মেনে চলি এই আচরণবিধি তারই ব্যাখ্যা।

এই আচরণবিধি আমাদের অবশ্যপালনীয় নীতি এবং প্রতিদিনের কাজ ও পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে আচরণগত মানদণ্ড বজায় রাখতে হবে তার সারসংক্ষেপ। আমরা যা কিছুই করি না কেন সেগুলো হতে হবে আইনসঙ্গত। আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড আইনগতভাবে করছি কিনা, ডিডাব্লিউ কর্মীরা তাদের আচরণে আইন মানছেন কিনা এবং আমাদের কর্মকাণ্ডগুলো নৈতিক দিক থেকে নির্ভুল হচ্ছে কিনা এই বিধিমালা তা নিশ্চিত করবে।

এছাড়াও মৌলিক নীতিগুলো সম্বলিত ‘ডয়চে ভেলের নেতৃত্বের মূল্যবোধ’, এরইমধ্যে প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়িত হয়েছে। জার্মানি ও সারা বিশ্বে আমাদের খ্যাতি ও সাফল্য বজায় রাখার জন্য এই আচরণবিধিটি অপরিহার্য। ডয়চে ভেলের লক্ষ্য পূরণে যারা কাজ করছেন, তাদেরকে এই মূল্যবোধ-গুলোর গুরুত্ব, বিদ্যমান অভ্যন্ত-রীণ নীতি এবং সেগুলো মেনে চলার বিষয়ে আরো সংবেদনশীল করাই এর উদ্দেশ্য। ডয়চে ভেলের সব কর্মী এবং অধীনস্থ অঙ্গপ্রতি-ষ্ঠানগুলো এই আরচরণবিধি মানতে বাধ্য।

ডয়চে ভেলের কর্মী হিসেবে আমরা সবাই এই আচরণবিধিটি মেনে চলতে বাধ্য। কোম্পানির কর্পোরেট সংস্কৃতিকে যারা বৃহৎ পরিসরে রূপ দিচ্ছেন, সেই পরিচালক ও নির্বাহীদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ব্যবস্থাপকরা রোল মডেলের ভূমিকা পালন করবেন। কর্মীরা আচরণবিধি সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারছেন কিনা তা নিশ্চিত করবেন তারা। আচরণগত নির্দেশিকা বা আচরণবিধির মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় আইনের বরখেলাপ হয় এমন যেকোন বা সব ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াও তাদের বাড়তি দায়িত্ব।

একটি সম্প্রচার মাধ্যম হিসেবে বিশ্বব্যাপী বাক-স্বাধীনতা ও মতামত তুলে ধরতে আমরা ডিডাব্লিউতেও এমন একটি পরিবেশ লালন করি, যা ন্যায়সঙ্গত ভিন্নমতকে স্বীকার ও গ্রহণ করে। আমরা এই আচরণবিধির যেকোন ধরনের লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তদন্ত করে বিশেষত শ্রম আইনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

বিনীত,
**পেটার লিমবুর্গ**
মহাপরিচালক

## “ আমাদের সবার লক্ষ্য অভিন্ন।

# আচরণবিধি

এই আচরণবিধি ডয়চে ভেলের জন্য প্রযোজ্য সব আইন, যৌথ দরকষাকষি চুক্তি এবং ডিডাব্লি-উর অভ্যন্তরীণ নীতি এবং বিশেষ করে ডিডাব্লিউ হ্যান্ডবুকেও যেগুলোর উল্লেখ রয়েছে তার ভিত্তিতে প্রণীত। অবশ্যই এই বিধির অধীনেই আচরণগত নিয়ম ও নির্দেশিকাগুলোর বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে।

কর্মী হিসেবে আমরা যাতে নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে এই নিয়মগু-লোর সঙ্গে পরিচিত হই সেটি প্রত্যাশিত। নিয়ম ও বিধি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো ব্যবস্থাপক, কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল-দের কাছে উত্থাপন করা যাবে।

# আমরা কেন অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র

## আমাদের ভাবমূর্তি — মুক্ত মনের জন্য পক্ষপাতহীন তথ্য

আমাদের উদ্দেশ্য: পক্ষপাতহীন একটি জার্মান গণমাধ্যম হিসাবে, আমরা বিশ্বজুড়ে মানুষকে সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করি, চিন্তার স্বাধীনতা দেই।

আমরা ‘মেইড ফর মাইন্ডস’। আমাদের অনুসারী এবং অংশীদা-রদের সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে আমরা নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গোটা বিশ্বের চিন্তাশীল-দের কাছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরি। সেইসাথে আমরা মানুষকে বিনামূল্যে জ্ঞানের উপকরণগুলো ব্যবহারের সুযোগ দেই। আমরা মুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের নিজস্ব মতামত গঠনে এবং তা মুক্তভাবে প্রকাশের সুযোগ দেই, যার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে একটি উদার ও গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠে।

এগুলোই আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য। কিন্তু এসব অর্জনে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও গুরুত্বপূর্ণ: আমরা যা প্রকাশ করি সে বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট কিছু মূল্যবোধ রয়েছে। আমাদের নিজেদেরকে নিয়ে, সেই সঙ্গে আমরা কিভাবে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করছি সে বিষয়েও কিছু প্রত্যাশা রয়েছে। সেগুলো আমাদের পণ্য ও সেবার মধ্য দিয়ে এক সুতায় গাঁথা থাকে। আমাদের দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত এবং আচরণগুলো এর উপরই নির্ভর করে।

### স্বাধীনতার প্রতি স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার আমাদের সাংবাদিকতা, উন্নয়ন বার্তা এবং পরিচিতির মূল স্তম্ভ। আমরা স্বাধীন মূল্যবোধের পক্ষে এবং যেখানেই থাকি না কেন মুক্ত ও স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করি, বিশেষ করে যেকোন ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য, বর্ণবাদ এবং ইহুদিবিদ্বেষের বিপক্ষে।জার্মানির ইতিহাসের কারণে ইসরায়েলের প্রতি আমাদের বিশেষ দায়বদ্ধতা রয়েছে।

### মুক্ত সংলাপ, বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক

আমাদের সাংবাদিকতা ও ডিডাব্লিউ অ্যাকাডেমির সেবামূলক কাজের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তবতা এবং তাদের চাহিদাগুলো। বিশ্বব্যাপী ও আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা গোটা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে উদার মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করি। যখন, যেখানেই প্রয়োজন হয়, আমাদের বিভিন্ন পণ্য ও সেবার মাধ্যমে আমরা সেখানেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরি। আমরা গঠনমূলক মতবিনিময়কে উদ্বুদ্ধ করি এবং সব মানুষকেই সম্মান করি— সবসময়, সবজায়গায়।

### গভীর জ্ঞান, বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি

বৈচিত্র্য ও দক্ষতা আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমরা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বকে দেখি, নতুন সাহসী পথ খুঁজে বের করি, সমালোচনামূলক প্রশ্ন করি এবং প্রমাণিত ও পক্ষপাতহীন উত্তর তুলে ধরি। আমাদের বিভিন্ন ভাষার বিভাগগুলো বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশ থেকে ব্যবহারকারী ও অংশীদারদের সাথে মিলে সর্বোচ্চ মান ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে আকর্ষণীয় সব কনটেন্ট তৈরি করে। আমরা মুক্ত গণমাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতা করি, তথ্যের প্রবেশাধিকার দেই। আমরা শিক্ষা ও স্বাধীন সাংবাদিকতার মানদণ্ড তৈরি করি। ধারণাগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে এবং আমাদের বৈচিত্র্যতাকে ব্যবহার করে আমরা সম্মিলিত সাফল্য অর্জন করি।

এই মূল্যবোধগুলোই এই আচরণবিধির ভিত্তি, যা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মান নিশ্চিত করে।

> “চিন্তার বিনিময় ও বৈচিত্র্যতার মাধ্যমে **আমরা সম্মিলিত সাফল্য অর্জন করি।**

# আইন ও প্রবিধানের প্রতি আমাদের আনুগত্য

ডয়চে ভেলের ভিতরে ও বাইরে আমাদের প্রতিদিনের যোগাযোগ, নিত্যদিনের কাজের মানের মূল্যায়ন এবং এমনকি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রগুলোতেও আচরণবিধিটি প্রযোজ্য। আচরণবিধির অধীনে প্রাসঙ্গিক আইন, কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিধিমালাগুলোর প্রয়োগও অব্যাহত থাকবে।

ব্যবস্থাপক ও নির্বাহীরা রোল মডেল হিসেবে আচরণবিধি অনুযায়ী কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে বাধ্য।

নিচের বিষয়গুলোতে কর্মীরা বিশেষ মনযোগ দিবেন বলে ডিডাব্লিউ আশা করে। এগুলো লঙ্ঘন হলে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

**সমতা আচরণ আইন অনুযায়ী বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ ((Allgemeines Gleich-behandlungsgesetz (AGG))**

এই আইন অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে আচরণে বা কাজে যেকোন ধরনের বৈষম্য যেমন, লৈঙ্গিক, বর্ণবাদ বা ইহুদিবিদ্বেষ সহ্য করা হবে না। ইহুদি বিদ্বেষ বা বর্ণবাদের উপর ভিত্ করে বা কারো জাতিগত ঐতিহ্য, লিঙ্গ, ধর্ম বা দর্শন, অক্ষমতা, বয়স বা লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে আমরা কোনো কর্মচারী, অংশীদার বা কাজের সূত্রে অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষকে সমস্যায় ফেলব না। কাউকে উৎপীড়ন বা যৌন হয়রানি আমরা কঠোরভাব প্রত্যাখ্যান করি। কারো প্রতি কটাক্ষ বা নির্দিষ্ট কোনো

ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসত্য দাবিও নিষিদ্ধ।

জাতিগত ও বর্ণবাদী ঘৃণা উস্কে দেয়ার ক্ষেত্রে আমরা কোনো আপস করব না। সেই সঙ্গে হলোকাস্টকে অস্বীকার বা তুলনা করার মতো বেআইনী আচরণও সহ্য করা হবে না।

### মত প্রকাশের স্বাধীনতার সীমা

এই বিষয়ে আমরা সচেতন যে, উৎপীড়ন, যৌন নিপীড়ন বা মানহানিকর আচরণ যেমন, মিথ্যা দাবি, অপবাদ বা কুৎসা রটনা করা হলে মত প্রকাশের স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন হয়।

আমরা এই বিষয়েও সচেতন যে হলোকাস্ট অস্বীকার বা তুলনা করার ক্ষেত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রযোজ্য হবে না।

> “আমাদের নিজেদের মধ্যে অথবা অন্য কোনো ক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলক আচরণ বরদাশত করা হবে না।

ডিডাব্লিউ কর্মী হিসেবে আমরা পেশাদার ও ব্যক্তিগত উভয় পরিসরে আমাদের সামাজিক মাধ্যম ও অন্যান্য প্রকাশনায় নিজেদের সংযত রাখতে বাধ্য। ডিডাব্লিউর মূল্যবোধের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা এবং আমাদের নিয়োগ চুক্তি অনুযায়ী চাকরিদাতা হিসেবে ডিডাব্লিউ ও অন্যান্য কর্মীদের প্রতি আমাদের বিবেচনা ও আনুগত্য এই সংযত থাকার কারণ।

আমাদের অবস্থান এবং কাজের ধরন বিবেচনায় নিয়ে আমরা এটা নিশ্চিত করতে বাধ্য যে কাজের বাইরে জনসম্মুখে আমাদের আচরণ এমন হবে না যা ডিডাব্লিউ এর অবস্থান বা ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমরা সবসময় প্রতিটি ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক, বর্ণবাদী বা ইহুদিবিদ্বেষসহ যেকোন ধরনের বৈষম্যমূলক মন্তব্য থেকে বিরত থাকব। এই ধরনের মন্তব্যের ক্ষেত্রে বরখাস্তসহ শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে।

কর্মী হিসেবে মৌলিক আইন, সম্মিলিত চুক্তি, ডয়চে ভেলের অভ্যন্তরীণ নির্দেশনাবলী এবং বিশেষত ডিডাব্লিউ হ্যান্ডবুকে সংজ্ঞায়িত বিধিগুলির সাথে আমরা পরিচিত এবং সেগুলো আমরা মেনে চলি। এই প্রবিধানগুলোর প্রয়োগও অব্যাহত রয়েছে এবং কোনভাবেই এই আচরণবিধি দ্বারা সেগুলো অকার্যকর হবে না।

# আমাদের পারস্পরিক আচরণের ধরন

### সম্মান

সৎ এবং সম্মানজনকভাবে আমরা একসঙ্গে কাজ করি।
পরিচয়, ধর্ম বা অসমর্থতা, বয়স বা লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে প্রত্যেককে আমরা সম্মান করি।
আমরা ভিন্ন ভিন্ন মতের মূল্য দেই।
কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির বিষয়ে আমরা ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতি মেনে চলি।
আমরা ক্ষমতার কোনো ধরনের অপব্যবহার সহ্য করি না।

“আমরা মুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

### স্বচ্ছতা এবং সহযোগিতা

আমরা মুক্তভাবে এবং দ্রুততার সাথে তথ্য বিনিময় করি।
আমরা বিভিন্ন স্থানে, ইউনিটে ও বিভাগজুড়ে একসাথে কাজ করি।
নতুন ধারণা এবং উদ্ভাবন গ্রহণের জন্য আমরা প্রস্তুত। সম্মান, স্বচ্ছতা ও সহযোগিতা, বিশ্বাস, আনুগত্য, একটি গঠনমূলক প্রতিক্রিয়ার সংস্কৃতির পাশাপাশি সম্মত লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নেতৃত্ব এবং কর্মসংস্কৃতিই আমাদের কাজের মূল ভিত্তি।

### বিশ্বাস

আমরা মুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।
আমরা নির্ভরযোগ্য এবং আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলোর প্রতি বিশ্বস্ত।

আমরা এমন একটি কাজের পরিবেশ তৈরি করি যা মুক্ত আলোচনা এবং সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়ার সুযোগ করে দেয়।

## গঠনমূলক প্রতিক্রিয়ার সংস্কৃতি

বিদ্যমান রীতিগুলো পর্যালোচনা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান এবং নিজস্ব আচরণে তার প্রতিফলনের মাধ্যমে আমরা গঠনমূলক প্রতিক্রিয়ার একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলি।
ভুলগুলোকে আমরা উন্নতির সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করি।
আমরা নিশ্চিত যে মানুষ তাদের মন ও ধারণাকে বিকশিত ও পরিবর্তন করতে পারে।
সংঘাতগুলো আমরা নিজেরা নিয়ন্ত্রণ এবং সমাধান করি।

ডিডাব্লিউ প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের নিয়ে আমরা কোনো ধরনের অসত্য দাবি ছড়াই না।

## আনুগত্য

আমরা ডিডাব্লিউ-এর মূল্যবোধ এবং কৌশল মেনে চলি।
পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় আমরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি।
সততা এবং ন্যায়ের প্রতি আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

## লক্ষ্যভিত্তিক কার্যকলাপ

ডিডাব্লিউ-এর লক্ষ্য অর্জনে আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করি।
উদ্ভাবনকে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করতে আমরা নতুন ধারণাগুলো ব্যবহার করি।
সফলতা আমাদের লক্ষ্য।

# অংশীদার এবং তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ

### মেধাস্বত্ব

সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে আমরা তৃতীয় পক্ষের মেধাস্বত্বকে সম্মান এবং রক্ষা করি।

### স্বার্থের দ্বন্দ্ব

আমরা আমাদের কার্যক্রমের সিদ্ধান্তগুলো ডিডাব্লিউ-র স্বার্থে গ্রহণ করি। আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত হই না।

আমরা সক্রিয়ভাবে সম্ভাব্য স্বার্থের দ্বন্দ্বগুলো প্রকাশ করি।

আমরা নিশ্চিত করি যে, আমাদের কার্যক্রম এবং প্রকল্পের অংশীদারদের মধ্যে স্বার্থের কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

### দুর্নীতি এবং সুবিধা গ্রহণ

আমরা সব ধরনের দুর্নীতি প্রত্যাখ্যান করি এবং এড়িয়ে চলি।

আমরা যেকোনো ধরনের পক্ষ-পাত, ঘুষ বা ব্যক্তিগত সুবিধা নেওয়ার উপায় এড়িয়ে চলি।

### ব্যবসায়িক অংশীদার

ব্যবসায়িক অংশীদার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা ডিডাব্লিউ মূল্যবোধ ঘোষণাপত্র অনুসরণ করি।

## “আমরা আমাদের সিদ্ধান্তগুলো ডিডাব্লিউ-র স্বার্থে গ্রহণ করি।

### উপহার এবং অন্যান্য পারিতোষিক

আমাদের স্বাধীনতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করতে পারে এবং সিদ্ধান্তকে প্ররোচিত করতে পারে এমন উপহার, আমন্ত্রণ এবং (সাংবাদিক) ছাড় আমরা প্রত্যাখ্যান করি।

সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং সব আইন ও অভ্যন্তরীণ প্রবিধান মেনে অন্যান্য উপহার, আমন্ত্রণ এবং সুবিধাসমূহ আমরা গ্রহণ করি।

আমরা কেবল যৌক্তিক সীমার মধ্যে উপহার এবং আমন্ত্রণের প্রস্তাব দেই। সংশ্লিষ্ট দেশের দৃষ্টি-ভঙ্গি বিবেচনায় নিলেও, কোনটি যথাযথ তা মূলত জার্মানির দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে।১

### ক্রয় ও দরপত্র

প্রযোজ্য আইন এবং অভ্যন্তরীণ প্রবিধান অনুসরণ করে মান, আর্থিক মূল্য এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আমরা পণ্য, সেবা কিনে থাকি। সরবরাহকারীদের পণ্য এবং সেবার গুণগত মান যাচাই করে নিরপেক্ষভাবে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রতিযোগিতার জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো চুক্তি অনুমোদিত হয় না।

# আমাদের তথ্য ব্যবস্থাপনা

## গোপনীয়তা

আমরা সতর্কতার সঙ্গে ব্যবসা এবং তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখি। সম্পাদকীয় বিষয়বস্তুর পাশাপাশি এটি প্রকাশের জন্য প্রযোজ্য বা উদ্দেশ্য নয় এমন তথ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আমরা তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখি, এমনকি সেটি ডিজিটাল মাধ্যমে থাকলেও তা শুধু যেসব কর্মীর জন্য প্রয়োজনীয়, শুধু তারাই ব্যবহার করতে পারেন।

## ডেটা সুরক্ষা

আমরা শুধু প্রয়োজনীয় ডেটাই (ডেটা অর্থনীতি) সংগ্রহ করি।

আইনগতভাবে অনুমোদিত ব্যক্তিগত ডেটার সংগ্রহ, ব্যবহার ও প্রক্রিয়াকরণে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করি এবং ডেটার অপব্যবহার রোধ করি।

ডেটা কোথায় সংরক্ষণ করা হবে এবং এগুলোকে এনক্রিপ্ট করা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা গোপনীয়তা রক্ষা করি।

## তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য সুরক্ষা

তথ্য প্রযুক্তি সিস্টেমগুলো নিয়ে কাজ করার সময় অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয়ভাবে এই সিস্টেমগুলোর অপব্যবহার রোধ করার জন্য আমরা তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য সুরক্ষার আইন ও নীতিগুলো মেনে চলি।

তথ্য প্রযুক্তি সিস্টেমের অসতর্ক ব্যবহারের কারণে ডিডা-ব্লিউ-এর তথ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে আমরা সচেতন এবং সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করি।

**“ আমরা ডেটা সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন।**

# আমাদের
# জনসংযোগ

“কোনো দায়িত্ব বা কাজ ব্যক্তিগতভাবে **নাকি ডিডাব্লিউ কর্মী হিসেবে পালন করছি তা আমরা স্পষ্ট করি।**

ডিডাব্লিউ সম্পর্কে সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তর আমরা নিজেরা আলাদাভাবে দেই না। বরং এই প্রশ্নগুলো আমাদের কর্পোরেট যোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করি, তারা তথ্য সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।

আমরা ব্যক্তিগতভাবে, নাকি ডিডাব্লিউ কর্মী হিসেবে কাজ বা দায়িত্ব পালন করছি, যেকোনো যোগাযোগের ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট করি।

স্বার্থের সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য আমরা অভ্যন্তরীণ অনুমোদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাইরের এমন কার্যকলাপেই শুধু যুক্ত হই যা প্রচারে সম্ভাব্য প্রভাব রাখতে পারে।

# আমাদের সুরক্ষা এবং টেকসই মানদণ্ড

“আমরা টেকসই উপায়ে কাজ করি।

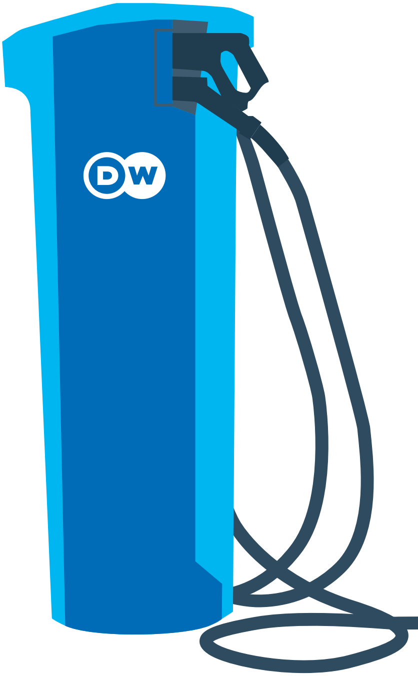

আমরা পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার নির্দেশিকাগুলো মেনে চলি।

সংকটময় অঞ্চলে দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিধি মেনে চলি।

আমাদের প্রাপ্য সম্পদের পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী এবং পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা একটি টেকসই পদ্ধতি অনুসরণ করি।

আমাদের কার্যকলাপ অংশীদারদের উপর কোনো ধরনের অযাচিত নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না (কোনো ক্ষতি করবে না), তা আমরা নিশ্চিত করি।

আমরা টেকসই পদ্ধতিতে কাজ করি।

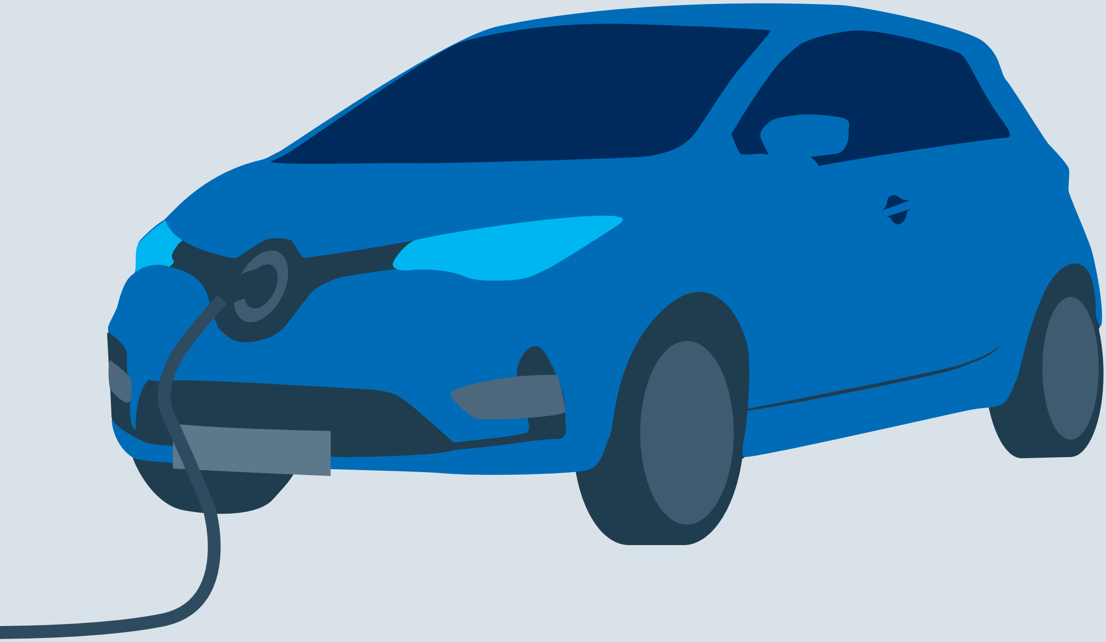

# প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ব্যবহার

আমরা আমাদের কাজের সরঞ্জাম এবং ডিডাব্লিউর অন্যান্য সম্পত্তি যত্নের সাথে ব্যবহার করি।

আমরা আমাদের কাজের ফলাফল ডিডাব্লিউর কাছে দৃশ্যমান করি।

কাজের সরঞ্জামসমূহ ব্যবহারে দক্ষতা এবং মিতব্যয়িতার নীতি মেনে চলি।

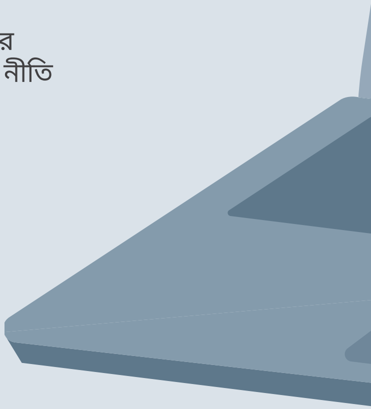

## “মিতব্যয়িতা ও দক্ষতা বজায় রাখি।

Made for minds.

# আমাদের সম্পাদকীয় নীতি এবং মানদণ্ড

- মতামতে প্রভাব সৃষ্টিকারী হিসেবে জনগণের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে আমরা সচেতন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করি।
- ডিডাব্লিউ-র আইন এবং আচরণবিধি অনুসারে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি।
- সম্পাদকীয় ও সাংবাদিকতার দিক দিয়ে আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করি এবং তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হই না।
- সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যের দিক থেকে আমরা মতের ভিন্নতাগুলোকে সম্মান জানাই এবং সংলাপকে গুরুত্ব দেই।
- গবেষণা, তথ্য এবং নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে আমরা সাংবাদিকতার মূলনীতিগুলো যথাযথভাবে মেনে চলি।
- বিজ্ঞাপন এবং সম্পাদকীয় কনটেন্টের পার্থক্যগুলো বিবেচনায় রেখে আমরা এ সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলি।
- তথ্য, মতামত এবং ছবির গোপনীয়তা ও তথ্যের যথাযথ ব্যবহারের প্রতি আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- ডিডাব্লিউ সামাজিক মাধ্যম সংক্রান্ত নির্দেশিকা (সোশ্যাল মিডিয়া গাইডলাইন্স) এবং প্রধান সম্পাদকের সাংবাদিকতা নির্দেশিকাগুলো (জার্নালিস্টিক গাইডলাইন্স) আমরা মেনে চলি।

“সাংবাদিকতার মূল নীতিগুলো আমরা যথাযথভাবে মেনে চলি।

# আচরণবিধি বাস্তবায়নে নির্দেশিকা

## আচরণবিধি লঙ্ঘনের পরিণতি

আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনার ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যতের পুনরাবৃত্ এড়াতে ব্যবস্থা নিবে ডিডাব্লিউ। এই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রথমে প্রশ্নবিদ্ধ কর্মীর সঙ্গে আচরণবি-ধির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে আলোচ-নায় বসা হবে, যাতে লঙ্ঘন করা বিধির ব্যাপারে ঐ ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আসে। লঙ্ঘনের মাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে শ্রম আইনের ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বা যথাযথ হবে। প্রয়োজন হলে এমনকি নিয়োগ বা চাকরি সংক্রান্ত সম্পর্কের অস্বাভাবিক ইতিও ঘটতে পারে।

## আচরণবিধি মেনে চলতে নীচের প্রশ্নগুলো আপনাকে সহায়তা করতে পারে

আমি কি সংশ্লিষ্ট আইনি এবং সাংগঠনিক নিয়মগুলো মেনে চলছি?
সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো পক্ষের সাথে আমি কি অগ্রিম বা যথাসময়ে কোনো সিদ্ধান্তের সমন্বয় করেছি?
আমি কি শুধু ডিডাব্লিউ-র স্বার্থে এবং স্বাধীনভাবে নিজের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নিয়েছি?
আমার সিদ্ধান্তের বাহ্যিক প্রভাব কী? সিদ্ধান্তটি কি তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ থাকবে? ডিডাব্লিউর সুনাম কি বজায় থাকবে?
আমার সিদ্ধান্তকে কি নিজের বিচারবোধ দিয়ে মেলাতে পারি?

আপনি যদি সব প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টভাবে ‘হ্যাঁ’ বলতে পারেন, তাহলে আশা করা যায় আপনার সিদ্ধান্ত আচরণবিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রয়েছে। তবে আপনি যদি নিশ্চিত না হন, তাহলে নীচের ব্যক্তিবর্গ আপনাকে সহায়তা করতে পারেন।

# প্রশ্ন থাকলে যাদের সাথে যোগাযোগ করবেন

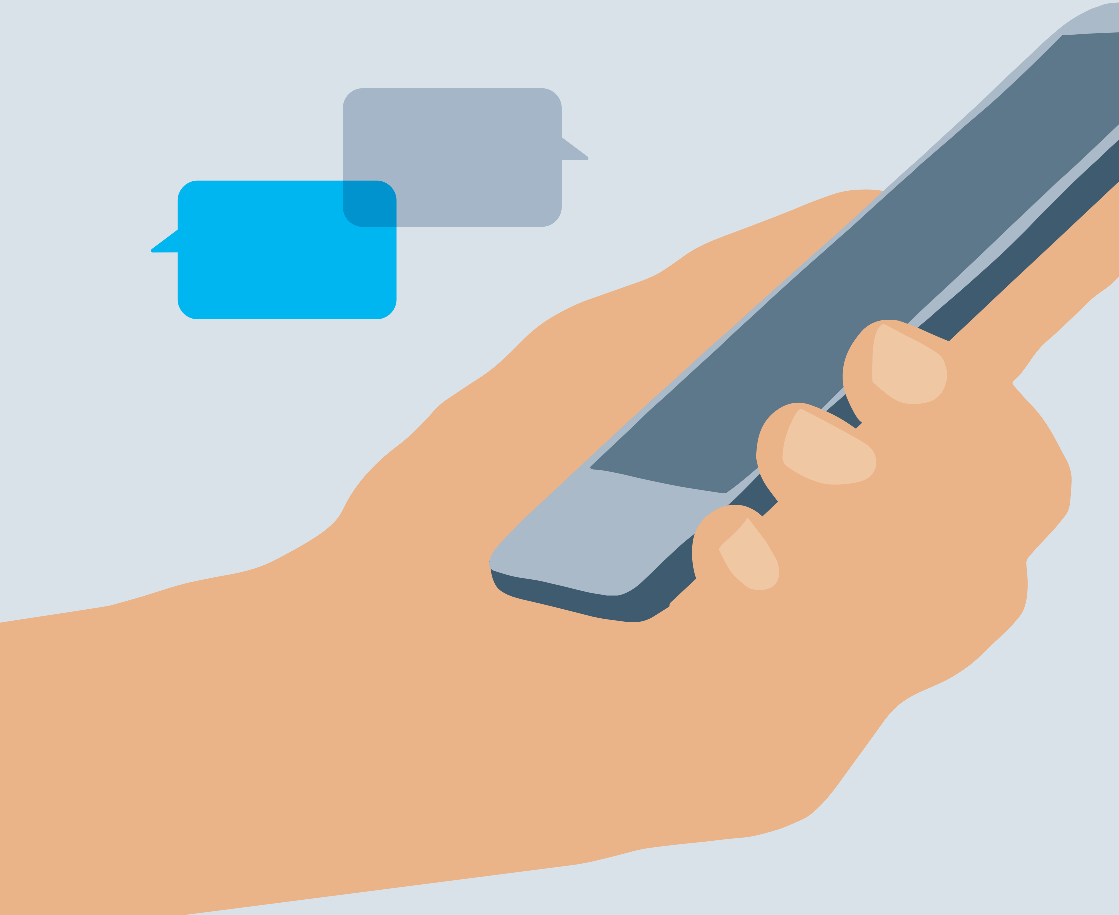

**আচরণবিধি মেনে চলছেন কিনা সে বিষয়ে যদি নিশ্চিত না হন বা এ সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক বা কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।**

## লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যাদের সাথে যোগাযোগ করবেন

ডিডাব্লিউর সব কর্মী আচরণবিধির নিয়মাবলী মেনে চলত বাধ্য।

প্রতিষ্ঠানে আপনি যদি কোনো নিয়মের সম্ভাব্য লঙ্ঘন দেখতে পান, তাহলে যে ব্যক্তি (বা ব্যক্তিবর্গ) অস্বাভাবিক আচরণ করছেন বলে আপনি মনে করেন তার (বা তাদের) সাথে প্রথমে সরাসরি কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ।
আপনি নিজে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।

লঙ্ঘনের ধরনের উপর ভিত্তি করে আপনার ব্যবস্থাপক কিংবা কমপ্লায়েন্স অফিসারকেও

Annelie Gröniger:
compliance@dw.com
+49.228.429-2105

ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন।

আপনি সংশ্লিষ্ট অন্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে পারেন। বিশেষ করে কর্মী প্রতিনিধি অথবা প্রয়োজন হলে বাহ্যিক বহিঃদুর্নীতি দমনকারী কর্মকর্তা বা যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সুরক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

যেকোনো ক্ষেত্রে, নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আপনার অভিযোগটি অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে বিবেচনা করা হবে।

## লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ডিডাব্লিউ-র গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য ডিডাব্লিউ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
এর মধ্যে আচরণবিধির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে প্রশ্নবিদ্ধ কর্মীর সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে, যাতে অন্তর্ভুক্ত নিয়মগুলোর ব্যাপারে ঐ ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আসে। এমনকি সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং প্রযোজ্য শ্রম আইনের কাঠামোর আলোকেও ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে।

নভেম্বর, ২০২২ | © DW